কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তারা

শিক্ষা খাতে প্রয়োজন স্বতন্ত্র বাজেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দকে অন্যান্য খাত থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড পলিসির গবেষকরা। গতকাল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়সংলগ্ন মিলনায়তনে বাজেট-পরবর্তী পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এই মত দেন।

গবেষকরা বলেন, প্রতিবছরই শিক্ষা খাতের বাজেট দেওয়া হয় ধর্মকল্যাণ, পরিবারকল্যাণ বা তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতকে সংযুক্ত রেখে। এই ধারা থেকে বেরিয়ে শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া প্রয়োজন। তদপুরি শিক্ষা খাতের বাজেট প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদরাসা, কারিগরি, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি খাতে পুনর্বণ্টন করা হয় বলে শিক্ষা-খাতের বরাদ্দ বাস্তবে অপ্রতুল থেকে যায়। তাই খাতওয়ারি চাহিদা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পৃথক পৃথক বরাদ্দ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষা খাতের বাজেটের অপ্রতুলতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে উচ্চশিক্ষা খাতকে। তাই এ ব্যাপারে সমাধান অর্জনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দাবি করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্টারের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন। বাজেটের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবনা নিয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমান, অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলাম প্রমুখ।

বাজেটের সার্বিক দিক তুলে ধরেন সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ। তিনি বলেন, 'ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেন, হিসাব স্থিতি ও স্থায়ী আমানতের ওপর আবগারি শুল্কহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্ষুদ্র আমানতকারীদের জন্য হতাশার। এ সিদ্ধান্ত তুলে দেওয়া উচিত। তা না হলে শুল্কহার বৃদ্ধি মানুষকে ব্যাংকভিত্তিক সঞ্চয় ও লেনদেনে নিরুৎসাহিত করে তুলবে। নিম্নবিত্তদের জীবনকে আরো কঠিন করে তুলবে। এর ফলে বিকল্প লেনদেন ও বিকল্প মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়বে, ছায়া অর্থনীতি সৃষ্টি হবে এবং অর্থনীতির বৈধ কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমান বলেন, 'আমাদের দেশে ক্রমবৃদ্ধি হারে বাজেট ঠিক করা হয়। এ বছর যে বাজেট আছে পরের বছর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শূন্যভিত্তিক বাজেট করতে হবে। যার যখন যত প্রয়োজন সেই মতে বাজেট বরাদ্দ হবে। যেসব মন্ত্রণালয় এই বছরের বরাদ্দ শেষ করতে পারেনি তাদের আবার কেন সেই পরিমাণ বাজেট দেওয়া হবে? তা ছাড়া গত বছর যেসব খাতের গুরুত্ব বেশি ছিল, এবার তো তা নাও থাকতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় নতুন গুরুত্বের খাত সামনে আসতে পারে।'